ঝিনাইদহ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন হোল্ড থাকায় বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উদ্বেগ উৎকন্ঠায়

ঝিনাইদহ -২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসন ঘিরে বিএনপির নেতা কর্মীদের মাঝে উদ্বেগ উৎকন্ঠা বিরাজ করছে । আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে ২৩৭ জনের নাম ঘোষনা করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর বিকালে বিএনপির গুলশান কার্যালয় থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। উক্ত তালিকায় ঝিনাইদহ-২ আসনে কারও নাম ঘোষণা কর হয়নি ফাঁকা রাখা হয়েছে। স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার পতনে যুগপৎ আন্দোলনে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা ছিল অন্যন্য ।

সেই সূত্রে জোটের প্রার্থী হিসেবে নুরুল হক নুর এবং রাশেদ খাঁন আলোচনায় রয়েছে। জোটের স্বার্থ বিবেচনায় গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনকে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে এবং বিএনপির নেতা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার জন্ম দিয়েছে। তারা মনে করেণ এ আসনটি যদি গণঅধিকার পরিষদকে ছাড় দেয়া হয় তাহলে ঝিনাইদহে বিএনপিতে নানা সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

তৃণমূলের নেতাকর্মীদের দাবী, দীর্ঘ ১৭ বছর তারা বর্তমান জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন। হামলা, মামলা ও জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন। তিনি দলের নিবেদিত প্রাণ ও ত্যাগী নেতা। তাকে মনোনয়ন না দিলে তারা নির্বাচনী মাঠে থাকবে না। দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কর্মীরা ইমেজ সংকটে পড়তে পারে। এতে লাভবান হতে পারে জামায়াত বা অন্য স্বতন্ত্র পার্থীরা। পক্ষান্তরে বিএনপির ঘাটি বলে পরিচিত এ আসনটি বিএনপির হাত ছাড়া হতে পারে বলে আশংকা করছেন তারা।

জেলা বিএনপির যুগ্মসাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, যুগপৎ আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভাবে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা থাকলেও ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহে তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। এমনকি দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানের নাম ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহের মানুষ

জানতো না। নির্বাচনী এলাকায় তার তেমন কোন পরিচিতি নেই।

জেলা বিএনপির একাধিক শীর্ষ নেতা বলেছেন, কেন্দ্রীয় ভাবে দল যদি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে এ আসনটি শরীক দলের ছেড়ে দেয় তাহলে আগামীতে দলীয় মিছিল মিটিং বা আন্দোলনে নেতা কর্মী খুঁজে পাওয়া যাবে না । সে ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন না পেলে দলের মধ্যে শৃংখলা ভঙ্গ হবে।

ঝিনাইদহ সদর-২ আসন হোল্ড করে রাখার বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জানান, বিএনপির সাথে আমরা ২০২২ সাল থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে একসাথে কাজ করেছি। সে ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। যুগপৎ আন্দোলনে যারা ছিল তাদের সাথে পজেটিভ ভাবে একসাথে ইলেকশন করার আলোচনা চলছে। এটা এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ঝিনাইদহ-২ আসনে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না হয় এর জন্য চিঠি দিয়েছিল। শুধু এই আসন হোল্ড করে রেখেছে এ রকমও না। যুগপৎ আন্দোলনের আরো যারা অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ আছে সেখানেও হোল্ড করে রেখেছে। এ বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। চুড়ান্ত হলে জানাবো।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম,এ মজিদ বলেন, ১, ২ও ৪ দলীয় সিদ্ধান্তে প্রার্থী চুড়ান্ত। তবে রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে ডিক্লেয়ার করা হয়নি । তিনি আরো বলেন, ঝিনাইদহ সদর-২ আসনটি দলীয় হেড কোয়ার্টার। এ আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেবে। এ আসনে অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এঘটনায় তৃণমূল পর্যায় নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ চার নেতাকে বহিষ্কারের খবর ভুয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই তথাকথিত বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ চারজন নেতাকে বহিষ্কারের দাবি করা হয়।

তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়া বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতারা। তারা জানান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা কেন্দ্রীয় দপ্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও লেটারহেডও জালিয়াতির মাধ্যমে নকল করা হয়েছে।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের দলীয় মনোনয়ন বাতিল করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

আজ সোমবার রাতে গাংনী শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন মিল্টনপন্থী নেতাকর্মীরা। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ থাকে।

এর আগে সন্ধ্যায় বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করলে, আমজাদ হোসেনপন্থী নেতাকর্মীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। অন্যদিকে, মনোনয়ন না পাওয়ায় জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়।

আজ রাত ৮টার দিকে ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা সড়কের ওপর টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিল করেন।

বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। বিক্ষোভ সমাবেশে গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল বলেন, ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে তৃণমূলের জনপ্রিয় নেতা জাবেদ মাসুদ মিল্টনকেই মনোনয়ন দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মনোনয়ন পরিবর্তন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই গাংনীতে বিএনপি’র ভেতরে বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা নেতৃত্ব ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

কোন আসনে কে হলেন বিএনপি প্রার্থী

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছে বিএনপি। আজ সোমবার বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নাম ঘোষণা করেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন থেকে লড়বেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) -এর সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা

খুলনা বিভাগ

মেহেরপুর-১: মাসুদ অরুন

মেহেরপুর-২: মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

কুষ্টিয়া-১: রেজা আহমদ

কুষ্টিয়া-২: রাগীব রউফ চৌধুরী

কুষ্টিয়া-৩: মোহাম্মদ জাকির হোসেন সরকার

কুষ্টিয়া-৪: সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি

চুয়াডাঙ্গা-১: মোহাম্মদ শরিফুজ্জামান

চুয়াডাঙ্গা-২: মাহমুদ হাসান খান

ঝিনাইদহ-১: (শৈলকুপা) (হোল্ড করা আছে)

ঝিনাইদহ-২: (হোল্ড করা আছে)

ঝিনাইদহ-৩: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান

ঝিনাইদহ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

যশোর-১: মোহাম্মদ মাফিদুল হাসান তৃপ্তি

যশোর-২: মোহাম্মদ সাবিরা সুলতানা

যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

যশোর-৪: টি এস আইয়ুব

যশোর-৫: (হোল্ড করা আছে)

যশোর-৬: কাজী রওনকুল ইসলাম

মাগুরা-১: মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন

মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী

নড়াইল-১: বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম

নড়াইল-২: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-১: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-২: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-৩: (হোল্ড করা আছে)

খুলনা-১: (হোল্ড করা আছে)

খুলনা-২: নজরুল ইসলাম মঞ্জু

খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল

খুলনা-৪: আজিজুল বারী হেলাল

খুলনা-৫: মোহাম্মদ আলী আসগর

খুলনা-৬: মনিরুল হাসান বাপ্পি

সাতক্ষীরা-১: হাবিবুল ইসলাম হাবিব

সাতক্ষীরা-২: আব্দুর রউফ

সাতক্ষীরা-৩: কাজী আলাউদ্দিন

সাতক্ষীরা-৪: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

রংপুর বিভাগ

পঞ্চগড়-১: ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ

পঞ্চগড়-২: ফরহাদ হোসেন আজাদ

ঠাকুরগাঁও-১: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (নিজে)

ঠাকুরগাঁও-২: (পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে)

ঠাকুরগাঁও-৩: (পীরগঞ্জ ও রানীশংকৈল উপজেলা) মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জাহিদ

দিনাজপুর-১: মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম

দিনাজপুর-২: মোহাম্মদ সাদিক রিয়াজ

দিনাজপুর-৩: (দিনাজপুর সদর) বেগম খালেদা জিয়া

দিনাজপুর-৪: মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান মিয়া

দিনাজপুর-৫: (হোল্ড করা হয়েছে, পরে জানানো হবে)

দিনাজপুর-৬: অধ্যাপক এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন

নীলফামারী-১: (হোল্ড করা হয়েছে, পরে জানানো হবে)

নীলফামারী-২: এইচ এম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ রুবেল

নীলফামারী-৩: (হোল্ড করা হয়েছে)

নীলফামারী-৪: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর সরকার

লালমনিরহাট-১: মোহাম্মদ হাসান রাজিব প্রধান

লালমনিরহাট-২: (হোল্ড করা হয়েছে)

লালমনিরহাট-৩: আসাদুল হাবিব দুলু

রংপুর-১: মোকাররম হোসেন সুজন

রংপুর-২: মোহাম্মদ আলী সরকার

রংপুর-৩: শামসুজ্জামান শামু

রংপুর-৪: মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা

রংপুর-৫: মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

রংপুর-৬: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম-১: সাইফুল ইসলাম রানা

কুড়িগ্রাম-২: মোহাম্মদ সোহেল হোসেন

কুড়িগ্রাম-৩: তাজুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম-৪: মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

গাইবান্ধা-১: খন্দকার জিয়াউল ইসলাম (মোহাম্মদ আলী)

গাইবান্ধা-২: আনিসুজ্জামান খান বাবু

গাইবান্ধা-৩: (সাদুল্লাপুর) অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাইনুল হাসান সাদিক

গাইবান্ধা-৪: মোহাম্মদ শামীম কায়সার

গাইবান্ধা-৫: মোহাম্মদ ফারুক আলম সরকার

রাজশাহী বিভাগ

জয়পুরহাট-১: মোহাম্মদ মাসুদ রানা প্রধান

জয়পুরহাট-২: আব্দুল বারী

বগুড়া-১: কাজী রফিকুল ইসলাম

বগুড়া-৩: আব্দুল মহিত তালুকদার

বগুড়া-৪: মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন

বগুড়া-৫: মোহাম্মদ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ

বগুড়া-৬: তারেক রহমান

বগুড়া-৭: বেগম খালেদা জিয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ

নওগাঁ-১: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান

নওগাঁ-২: মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা খান

নওগাঁ-৩: মোহাম্মদ ফজলে হুদা বাবুল

নওগাঁ-৪: ইকরামুল বারী টিপু

নওগাঁ-৫: (হোল্ড করা আছে)

নওগাঁ-৬: মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম

রাজশাহী-১: মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন

রাজশাহী-২: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু

রাজশাহী-৩: মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন

রাজশাহী-৪: ডিএমডি জিয়াউর রহমান (সম্ভবত এ্যাড. জিয়াউর রহমান)

রাজশাহী-৫: অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

রাজশাহী-৬: আবু সাঈদ চাঁদ

নাটোর-১: ফারজানা শারমিন

নাটোর-২: রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু

নাটোর-৩: (হোল্ড করা আছে)

নাটোর-৪: মাহমুদ আব্দুল আজিজ

সিরাজগঞ্জ-১: (হোল্ড করা আছে)

সিরাজগঞ্জ-২: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু

সিরাজগঞ্জ-৩: ভিপি আইনুল হক

সিরাজগঞ্জ-৪: (উল্লাপাড়া) এম আকবর আলী

সিরাজগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম খান

সিরাজগঞ্জ-৬: এম এ মুহিত

পাবনা-১: (হোল্ড করা আছে)

পাবনা-২: এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব

পাবনা-৩: মোহাম্মদ হাসান জাফির তুহিন

পাবনা-৪: হাবিবুর রহমান হাবিব

পাবনা-৫: মোহাম্মদ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা-১: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোল্লা

বরগুনা-২: নুরুল ইসলাম মনি

পটুয়াখালী-১: এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী

পটুয়াখালী-২: (হোল্ড করা আছে)

পটুয়াখালী-৩: (হোল্ড করা আছে)

পটুয়াখালী-৪: (কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলা) এবিএম মোশারফ হোসেন

ভোলা-১: গোলাম নবী আলমগীর

ভোলা-২: মোহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম

ভোলা-৩: মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম

ভোলা-৪: মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন

বরিশাল-১: জহিরউদ্দিন স্বপন

বরিশাল-২: সরদার সাইফুদ্দিন আহমেদ সান্টু

বরিশাল-৩: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

বরিশাল-৪: মোহাম্মদ রাজিব হাসান

বরিশাল-৫: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সারোয়ার

বরিশাল-৬: আবুল হোসেন খান

ঝালকাঠি-১: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

ঝালকাঠি-২: ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো

পিরোজপুর-১: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

পিরোজপুর-২: আহমেদ সোহেল মঞ্জুর

পিরোজপুর-৩: মোহাম্মদ রুহুল আমিন দুলাল

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ

টাঙ্গাইল-১: (মধুপুর) ফকির মাহবুব আলম স্বপন

টাঙ্গাইল-২: আব্দুস সালাম পিন্টু

টাঙ্গাইল-৩: এ এস এম ওবায়দুল হক নাসির

টাঙ্গাইল-৪: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মতিন

টাঙ্গাইল-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

টাঙ্গাইল-৬: রবিউল আউয়াল লাবলু

টাঙ্গাইল-৭: আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল-৮: আহমেদ আজম খান

জামালপুর-১: এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত

জামালপুর-২: সুলতান মাহমুদ বাবু

জামালপুর-৩: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল

জামালপুর-৪: মোহাম্মদ ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম

জামালপুর-৫: মোহাম্মদ ওয়ারেস আলী মামুন

শেরপুর-১: সানসিলা জেবরিন

শেরপুর-২: মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী

শেরপুর-৩: মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল

ময়মনসিংহ-১: সৈয়দ ইমরান সালেহ

ময়মনসিংহ-২: মোতাহার হোসেন তালুকদার

ময়মনসিংহ-৩: এম ইকবাল হোসেন

ময়মনসিংহ-৪: (আপাতত স্থগিত, পরে ঘোষণা করা হবে)

ময়মনসিংহ-৫: মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ময়মনসিংহ-৬: মোহাম্মদ আখতারুল আলম

ময়মনসিংহ-৭: ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

ময়মনসিংহ-৮: লুৎফুল্লাহেল মাজেদ

ময়মনসিংহ-৯: ইয়াসের খান চৌধুরী

ময়মনসিংহ-১০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ময়মনসিংহ-১১: ফখরুদ্দিন আহমেদ

নেত্রকোনা-১: ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

নেত্রকোনা-২: মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক

নেত্রকোনা-৩: রফিকুল ইসলাম হিলালী

নেত্রকোনা-৪: মোহাদ্দুজা বাবর (সম্ভবত মোদারেস বাবর)

নেত্রকোনা-৫: আবু তাহের তালুকদার

কিশোরগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কিশোরগঞ্জ-২: অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জালালউদ্দিন

কিশোরগঞ্জ-৩: ডক্টর ওসমান ফারুক

কিশোরগঞ্জ-৪: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জ-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কিশোরগঞ্জ-৬: মোহাম্মদ শরিফুল আলম

মানিকগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

মানিকগঞ্জ-২: মাইনুল ইসলাম খান

মানিকগঞ্জ-৩: আফরোজা খান রিতা

মুন্সিগঞ্জ-১: শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

মুন্সিগঞ্জ-২: মিজানুর রহমান সিনহা

মুন্সিগঞ্জ-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১: খন্দকার আবু আশফাক

ঢাকা-২: আমানউল্লাহ আমান

ঢাকা-৩: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

ঢাকা-৪: তানভীর আহমেদ রবিন

ঢাকা-৫: নবিউল্লাহ নবী

ঢাকা-৬: ইশরাক হোসেন

ঢাকা-৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-৮: মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

ঢাকা-৯: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১১: এম এ কাইয়ুম

ঢাকা-১২: সাইফুল আলম নীরব

ঢাকা-১৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৪: সাজিদা ইসলাম তুলি

ঢাকা-১৫: শফিকুল ইসলাম খান

ঢাকা-১৬: আমিনুল হক

ঢাকা-১৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৮: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৯: ডাক্তার দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন

ঢাকা-২০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

গাজীপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

গাজীপুর-২: মনজুরুল করিম রনি

গাজীপুর-৩: অধ্যাপক ডাক্তার এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

গাজীপুর-৪: শাহ রিয়াজুল হান্নান

গাজীপুর-৫: ফজলুল হক মিলন

নরসিংদী-১: খায়রুল কবির খোকন

নরসিংদী-২: ডক্টর আব্দুল মঈন খান

নরসিংদী-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

নরসিংদী-৪: সরদার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন

নরসিংদী-৫: ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন বকুল

নারায়ণগঞ্জ-১: মোস্তাফিজুর রহমান ভুইয়া দীপু

নারায়ণগঞ্জ-২: নজরুল ইসলাম আজাদ

নারায়ণগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম মান্নান

নারায়ণগঞ্জ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

নারায়ণগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান

রাজবাড়ী-১: আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম

রাজবাড়ী-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ফরিদপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ফরিদপুর-২: শামা ওবায়েদ ইসলাম

ফরিদপুর-৩: নায়াব ইউসুফ আহমেদ

ফরিদপুর-৪: শহিদুল ইসলাম বাবুল

গোপালগঞ্জ-১: মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান মোল্লা

গোপালগঞ্জ-২: ডাক্তার কে এম বাবর আলী

গোপালগঞ্জ-৩: এস এম জিলানী

মাদারীপুর-১: কামাল জামান মোল্লা

মাদারীপুর-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

মাদারীপুর-৩: আনিসুর রহমান

শরীয়তপুর-১: সাইয়েদ আহমেদ আসলাম

শরীয়তপুর-২: শফিকুর রহমান কিরণ

শরীয়তপুর-৩: মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু

সিলেট বিভাগ

সুনামগঞ্জ-১: আনিসুল হক

সুনামগঞ্জ-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সুনামগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ কায়সার আহমেদ

সুনামগঞ্জ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সুনামগঞ্জ-৫: কালিমুদ্দিন মিলন

সিলেট-১: খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী

সিলেট-২: মোসাম্মৎ তাহসিনা রুশদীর

সিলেট-৩: মোহাম্মদ আব্দুল মালেক

সিলেট-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সিলেট-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সিলেট-৬: ইমরান আহমেদ চৌধুরী

মৌলভীবাজার-১: নাসিরউদ্দিন আহমেদ মিঠু

মৌলভীবাজার-২: শওকত হোসেন শকু (সম্ভবত নাসের রহমান)

মৌলভীবাজার-৩: নাসের রহমান

মৌলভীবাজার-৪: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান চৌধুরী

হবিগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

হবিগঞ্জ-২: আবু মনসুর শাখাওয়াত হাসান জীবন

হবিগঞ্জ-৩: আলহাজ্ব মোহাম্মদ জি কে গউছ

হবিগঞ্জ-৪: এস এম ফয়সাল

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১: এম হান্নান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: খালেদ হোসেন মাহবুব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪: মুশফিকুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: (পরে ঘোষণা করা হবে, অর্থাৎ অন্য দল থাকলে তারা ঘোষণা করবেন)

কুমিল্লা-১: ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসাইন

কুমিল্লা-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কুমিল্লা-৩: কাজী শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন কায়কোবাদ

কুমিল্লা-৪: মনজুরুল ইসলাম মুন্সী

কুমিল্লা-৫: মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

কুমিল্লা-৬: মোহাম্মদ মনিরুল হক চৌধুরী

কুমিল্লা-৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কুমিল্লা-৮: জাকারিয়া তাহের

কুমিল্লা-৯: মোহাম্মদ আবুল কালাম

কুমিল্লা-১০: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর ভূঁইয়া

কুমিল্লা-১১: মোহাম্মদ কামরুল হুদা

চাঁদপুর-১: আনম এহসানুল হক মিলন

চাঁদপুর-২: মোহাম্মদ জালালউদ্দিন

চাঁদপুর-৩: শেখ ফরিদ হোসেন

চাঁদপুর-৪: মোহাম্মদ হারুন রশিদ

চাঁদপুর-৫: মোহাম্মদ মমিনুল হক

ফেনী-১: বেগম খালেদা জিয়া

ফেনী-২: জয়নাল আবেদীন

ফেনী-৩: আব্দুল আউয়াল মিন্টু

নোয়াখালী-১: ব্যারিস্টার এস মাহবুব উদ্দিন

নোয়াখালী-২: জয়নাল আবদিন ফারুক

নোয়াখালী-৩: মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ বুলু

নোয়াখালী-৪: মোহাম্মদ শাহজাহান

নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

নোয়াখালী-৬: মাহমুদুর রহমান শামীম

লক্ষ্মীপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

লক্ষ্মীপুর-২: মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভুইয়া

লক্ষ্মীপুর-৩: শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

লক্ষ্মীপুর-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১: নুরুল আমিন চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম-২: সরোয়ার আলমগীর

চট্টগ্রাম-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-৪: কাজী সালাউদ্দিন

চট্টগ্রাম-৫: মীর মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন

চট্টগ্রাম-৬: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-৭: উম্মাম কাদের চৌধুরী (সম্ভবত গিয়াস কাদের চৌধুরী)

চট্টগ্রাম-৮: এরশাদুল্লাহ

চট্টগ্রাম-৯: (সংশোধন: পরে ঘোষণা করা হবে, হোল্ড)

চট্টগ্রাম-১০: আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

চট্টগ্রাম-১১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১২: মোহাম্মদ এনামুল হক

চট্টগ্রাম-১৩: সারওয়ার জামাল নিজাম

চট্টগ্রাম-১৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১৬: মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা

কক্সবাজার-১: সালাউদ্দিন আহমেদ

কক্সবাজার-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কক্সবাজার-৩: লুৎফুর রহমান কাজল

কক্সবাজার-৪: শাহজাহান চৌধুরী

খাগড়াছড়ি: আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া

রাঙ্গামাটি: দীপেন দেওয়ান

বান্দরবান: সাচিং প্রু

তালিকা দেখুনের নিচের লিঙ্কে

202511031953 BNP.pdf – Google Drive

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত

ঝিনাইদহে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলার কলামনখালী বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি ও কলামনখালী গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী এবং বিএনপি নেতা মাসুদ জোয়ার্দারের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বেশ কয়েকদিন যাবত কলামনখালী গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর জের ধরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আসাদ চৌধুরীর ৮ জন এবং মাসুদ জোয়ার্দারের পক্ষের ৭ জনসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার না করলে দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব হবে না

ভবিষ্যতে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে দেশে কোনো ধরনের অনিয়ম, অত্যাচার, চাঁদাবাজি কিছুই থাকবে না। নির্বাচন অধিশীঘ্রই আসছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ যারা অবৈধ অস্ত্র বহন করে, যারা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, তাদেরকে অতি দ্রুত গ্রেফতার করুন। অস্ত্রবাহীদের গ্রেফতার না করলে এই দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হবে না, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে না।

আর এই ফ্যাসিস্টরা যদি কোনোভাবে মিছিল-মিটিং বের করে, তাহলে তাদের তৎক্ষণাৎ আইনের আওতায় আনুন। কারণ তারা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য বারবার চেষ্টা করছে বিভিন্ন জায়গায়, অফিসে, এমনকি ছোট ছোট এলাকায়ও তারা মিছিল করার চেষ্টা করছে। আমাদের অনুরোধ কোনো জায়গায় এরকম কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে বা জেলা বিএনপিকে সংবাদ দিন।

আজ রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়ার মোড়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও জনসম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মেহেরপুরে এক জনসভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

তিনি আরো বলেন, আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে জেলা বিএনপি প্রার্থী হবে এবং আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

দীর্ঘ ১৭ বছর আপনারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন এই ফ্যাসিস্ট সরকারের কারণে ঘরে ঘুমাতে পারেননি, জেলখানায় থাকা অবস্থায় আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও দেখা করতে পারেননি সেই কষ্টের অবসান আসছে। এখন

মাত্র দুই-তিন মাস আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি তাদের বোঝাতে হবে, তাদের কাছে ভোট চাইতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, যদি আপনারা এই তিন-চার মাস সঠিকভাবে কাজ করেন, তাহলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর আগামী ৫০ বছর বিএনপি ক্ষমতায় থাকবে।

তিনি বলেন, অন্য কারো কাছে জেলা বিএনপির সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনো সুযোগ নেই আপনারা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আপনাদের মনোনীত প্রার্থীকেই আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধানের শীষ প্রতীক দেবেন।

আমি আপনাদের বলতে চাই নির্বাচন নিয়ে দেশে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ধর্ষ ষড়যন্ত্র চলছে। আপনারা জানেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বিশেষ করে ভারতের ষড়যন্ত্র আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাই বলছি আপনারা সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। ধানের শীষ প্রতীক ঘোষণার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেই প্রতীককে বিজয়ী করার জন্য।

দীর্ঘদিন এই সরকার সংস্কারের কথা বলে আসছে। কিন্তু আপনারা জানেন এক-এগারোর সরকারও সংস্কারের কথা বলে দুই বছর পর কী করেছিল!

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক।

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টুর যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আনসার উল হক, আলমগীর খান ছাতু, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম, এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান খান (গাজু), সৌরভ উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেনসহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় জেলা বিএনপির সভাপতি বাবু খানের নির্বাচনী পথসভা

বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, “দিনের ভোট রাতে হয়ে গেছে, আপনার ভোট অন্য কেউ দিয়ে গেছে। ভোটকেন্দ্রে আমি, আপনি, আমরা কেউই যেতে পারিনি। ২০১৮ সালের নির্বাচন আমাদের কাছে এক দুঃস্বপ্নের মতো। ওই নির্বাচনে ধানের শীষের প্রতীক নিয়ে আমি প্রার্থী হয়েছিলাম। ৩০ ডিসেম্বর ভোটের দিন নির্ধারিত ছিল।

২৫ ডিসেম্বর এসপি সাহেব আমাকে ফোন করে বলেন, ‘বাবু সাহেব, কাল থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় যাবেন না।’ আমি জানতে চাই, কেন যাব না? তিনি বলেন, ‘আপনার নিরাপত্তা দিতে পারব না।’ তখন আমি বলেছিলাম, ‘আমি রাজনীতি করি, নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। নিরাপত্তা দেওয়া বা না দেওয়া আপনার বিষয়, আমি ঠিকই প্রচারণায় যাব।’ ২৬ তারিখ উথলীতে প্রচারণায় গেলে আমার সঙ্গে থাকা কর্মীদের রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসতে হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো সহযোগিতা করেনি। হয়তো ২০১৮ সালে আমরা ভোট করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম ও আন্দোলন বৃথা যায়নি।”

শনিবার (১ নভেম্বর) চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে নির্বাচনী পথসভায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন বিএনপি মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। ওই দিন তিনি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে মোট সাতটি পথসভা করেন।

তিনি আরও বলেন, “দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি প্রকাশ্যে দিবালোকে। কোনো দলের মতো গোপনে রাজনীতি করিনি, দলের ভেতর দল তৈরি করিনি। আমরা জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী, প্রকাশ্যে সব সময় একই কথা বলেছি আমরা বিএনপি করি, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা কারও গোয়েন্দাগিরি করিনি, আমাদের ইমান বিক্রি

করিনি, কেবলা পরিবর্তন করিনি। যারা আজ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তারা এ দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না।”

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, “১৯৭১ সালে তাদের ভূমিকা আমরা জানি। এখন তারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য মায়াকান্না করে। যারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না, তাদের এই মায়াকান্না আসলে এক ধরনের বিভ্রান্তি। এ কারণেই তারা উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা কৃষির কথা বলে না। তারা শুধু বলে ‘বেহেশতের টিকিট বিক্রি’ এসব অচল কথা। এসব এখন আর চলে না। কীভাবে বেহেশতে যাওয়া যায়, তা আমরা জানি।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি ভুট্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল প্রমুখ।

মুজিবনগরে মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজারে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি।

শনিবার বিকেলে দারিয়াপুর বাজারে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে এই গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ, বিএনপি নেতা নাসির মেম্বার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, জেলা

ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসানাত আফরোজ, জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেদ আহমেদ রনি, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহীসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের কুলবাড়িয়াতে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে গণসংযোগ করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এসময় তিনি বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা সম্বলিত লিফেলেট বিতরণ করেন।

ধানের শীষে ভোট চেয়ে অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও ধানের শীষে ভোট প্রার্থনার লক্ষ্যে শুক্রবার সকালে মেহেরপুর বড়বাজারে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

এ সময় জেলা বিএনপি’র সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শুক্রবার বিকালে আমদহ ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের নিয়ে আলোচনা শেষে ৩নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র অফিস উদ্বোধন করেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।